মায়ের দাবি মুসলিম, বাবার দাবি হিন্দু: বিল্লালের দাফনের সিদ্ধান্ত হাইকোর্টে

ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জে হত্যার শিকার বিল্লাল ওরফে শুভর ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে মা-বাবার দাবির ভিন্নতার কারণে পাঁচ দিন ধরে ফ্রিজিং গাড়িতে ছিল তার মরদেহ। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পুলিশ। শুনানি শেষে ইসলামি রীতি অনুযায়ী বিল্লালের মরদেহ দাফনের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

গত ৫ সেপ্টেম্বর রাত সোয়া ১টার দিকে নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাঢ়া এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত হন বিল্লাল।

নিহতের বাবা হরি চন্দ্র দাসের দাবি, তার ছেলে শুভ জন্মসূত্রে হিন্দু। তাই সনাতন ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী মরদেহ দাহ করতে হবে। তবে মা আয়েশা বেগমের দাবি, ২০০৩ সালে তাদের বিচ্ছেদের পর তিনি ও ছেলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হরি চন্দ্র দাস নিজ ধর্মেই ছিলেন।

পুলিশকে আয়েশা জানান, তার ছেলে হলফনামার মাধ্যমে শুভ নাম পরিবর্তন করে বিল্লাল রাখেন। পরে মুসলিম রীতিতে বিয়েও করেন এবং তার সন্তান রয়েছে। এ নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে পুলিশ মরদেহ ফ্রিজিং গাড়িতে রাখে এবং ধর্মীয় পরিচয় নির্ধারণে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়।

শুনানিতে নিহতের ভাই ইব্রাহিম কোরআন থেকে সূরা পাঠ করে জানান, তারা দুই ভাই একসঙ্গে মাদ্রাসায় পড়েছেন। পরে আদালত অ্যাটর্নি জেনারেলের মতামত নেন। মা, ভাই, স্ত্রী ও সন্তানের বক্তব্য এবং উপস্থাপিত তথ্য বিবেচনায় নিয়ে ইসলামি রীতিতে বিল্লালের মরদেহ দাফনের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট।

অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, বিল্লাল মুসলিম না হলে তার বিয়ের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে তার দুই বছর বয়সী সন্তানের পিতৃত্ব ও ধর্মীয় পরিচয় নিয়েও জটিলতা তৈরি হতে পারে।

তিনি জানান, আদালতে নিহতের মা ও ভাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা জানিয়েছেন এবং স্ত্রী ও সন্তানও উপস্থিত ছিলেন। তাই বিল্লালের মরদেহ ইসলামি নিয়মে দাফনের বিষয়টি আদালতের কাছে স্পষ্ট হয়েছে।